"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥"

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে সাধুলক্ষণে বলিয়াছেন—যে জন আমা ভিন্ন অন্য কোন অপেক্ষা করে না, আমাতেই যাহাদের চিত্ত আসক্ত, কোনও বাসনার দ্বারা যাহাদের চিত্তে কোন বিক্ষেপ উপস্থিত হয় না, সর্ব্বভূতে আমারই সত্ত্বা উপলব্ধি করে, আমা ভিন্ন সর্ব্বত্র মমতাশূন্য, মায়াময় ব্রাহ্মণত্ব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির গর্ব্ব হৃদয়ে কিছুমাত্র থাকে না, সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, মানাপমানে তুল্যভাব, মায়াময় কোনও বস্তুতে চিত্তের কিছুমাত্র আবেশ নাই, তাহারাই সাধু এবং সেই সকল সাধুপ্রসঙ্গ হইতে আমার কথা নিত্য শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সাধু মুখক্ষরিত আমার কথাতেই সর্ব্বাসক্তি ছিন্ন করিয়া একমাত্র আমাতেই গাঢ় আবেশ জন্মাইয়া দেয় ॥ ২৪৭ ॥

অতএব ৪।২৪।৫৭ শ্লোকে শ্রীরুদ্র দশ প্রচেতাগণকে বলিয়াছিলেন—হে প্রচেতাগণ! যাহার শ্রীভগবানে গাঢ় আসক্তি আছে, এমত ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তের ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গে মানবের যে আনন্দ আস্বাদন হয়, সেই আনন্দের সহিত স্বর্গীয় ও মোক্ষসুখকে আমি তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। অন্য তুচ্ছ ভৌমসুখ প্রভৃতির যে তুলনা হইতে পারে না—একথা আর কি বলিব। ১।১৮।১৩ শ্লোকে শ্রীশৌনক ঋষিও শ্রীসূত গোস্বামীকেও ঐ প্রকারই বলিয়াছিলেন। সেই সাধুসঙ্গের আনুসঙ্গিক ফল দৃষ্টান্তের সহিত বলিয়াছেন—উপাস্য বুদ্ধিতে হোমাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন আনুসঙ্গিকভাবে শীত, দুষ্ট জীবাদি হইতে ভয় প্রভৃতি নিবৃত্তি করিয়া থাকে, তেমনই সাধুগণকে যে জন সেবা করে, তাহারও কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান জন্য চিত্তের জড়তা এবং আগামী সংসার-ভয় অর্থাৎ "পুনরায় আমাকে সংসার-জালে জড়াইতে হইবে"—এই প্রকার ভয় এবং সংসারের মূল ভগবৎ-বহির্ম্মুখতা-রূপ অজ্ঞান নাশ হইয়া থাকে। ২৪৭।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং শ্রবণং। তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। তত্র নাম শ্রবণং যথা—ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃৎ-শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ২৪৮ ॥

তাদৃশস্যাপি সকৃচ্ছ্রবণেঽপি মুক্তিফলপ্রাপ্তেরুক্তত্বাস্য তচ্ছ্রবণে তু পরমভক্তিরেব ফলমিত্যভিপ্রেতম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥ চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥ ২৪৮ ॥

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণাদি ভক্তির বিচার করিতেছেন। নাম, রূপ, গুণ, লীলাময় শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শের নাম শ্রবণ, তন্মধ্যে প্রথম নাম শ্রবণ ৬।১২ অধ্যায়ে চিত্রকেতু মহারাজ শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবকে বলিয়াছেন—হে ভগবান্!